যুগান্তর

তারিখ ... 11 JAN 2004 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ......

দূরশিক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন

লেখাপড়া থেকে পিছিয়ে পড়া এই বিরাট জনগোষ্ঠী ব্যতিরেকে দেশের উন্নয়ন কখনও সম্ভব নয়। দেশ, জাতি, সমাজ তথা পরিবারের উন্নয়নের স্বার্থে এসব অর্ধ ও স্বল্প শিক্ষিত লোকদের আবার লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা অতীব প্রয়োজন। কিন্তু এখন আর তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণের সময় এবং সুযোগ কোনটাই নেই। এদের এক বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে যোগ্য ও শিক্ষিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। এই বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতিটি হচ্ছে— 'দূরশিক্ষণ পদ্ধতি'। এই পদ্ধতিতে কোন শিক্ষার্থী সরাসরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না গিয়েও ঘরে বসেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। যার জন্য প্রয়োজন উন্নত প্রচার মাধ্যম এবং শিক্ষার্থীর প্রবল আগ্রহ। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় খুব স্বল্প পরিসরে হলেও এ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করে আসছে। সমস্ত কারণেই এই পদ্ধতির আরও উন্নতি করা প্রয়োজন। যেমন রেডিও-টেলিভিশনে সম্পূর্ণ আলাদা শিক্ষামূলক চ্যানেল চালু করা দরকার, যার মাধ্যমে শিক্ষা কৃষকের মাঠ থেকে শুরু করে গৃহবধূর রান্না ঘরেও পৌঁছে যাবে। এজন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের এই বিশাল, স্বল্প এবং অর্ধশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা সম্ভব এবং তাদের দ্বারা জাতির উন্নয়ন বহুলাংশে বেগবান করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে দূরশিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

শিরিন আক্তার
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ